সংবাদ

তারিখ ... 30 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

ধর্ষণকারী ছাত্রলীগ নেতার বিচার এবং কঠোর দণ্ড নিশ্চিত করতে হবে

আমাদের সহযোগী একটি ইংরেজি দৈনিকে এক ছাত্রলীগ কর্মীর ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিকটির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, পিরোজপুর জেলা ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে। শুধু তাই নয়, ধর্ষণের সে ঘটনা তার সহযোগীরা মোবাইল ফোনে ধারণও করেছে। মোবাইলে ধারণকৃত সে ভিডিওচিত্র মোবাইল, ফ্ল্যাশ ড্রাইভ এবং সিডির মাধ্যমে স্থানীয় তরুণদের কাছে পৌঁছে গেছে। স্থানীয় ভিডিও দোকানগুলোতে এর সিডি বিক্রি হচ্ছে। ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগ নেতা ধর্ষণের কথা স্বীকারও করেছে। তবে জেলার সদর থানার ওসি প্রথমে ছাত্রলীগ নেতার ধর্ষণ বা মোবাইলে এর ভিডিওচিত্র ধারণের কোন ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সর্বশেষ খবর থেকে জানা যায়, ধর্ষণকারী এবং তার সহযোগীদের গ্রেফতার করতে না পারলেও ভিডিও দোকানগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে সিডি বাজেয়াপ্ত এবং তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রনেতা যা করেছে সেটা শুধু গর্হিত অপরাধই নয়, সভ্য সমাজে একটি বর্বরতা। সে শুধু একজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানিই করে থেমে থাকেনি। শ্লীলতাহানি দৃশ্যের ভিডিও ধারণ ও প্রচার করে ভিকটিমের সামাজিক মর্যাদার হানিও ঘটিয়েছে। তার কৃত অপরাধ বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের এই শ্রেণীর ছাত্র নেতাকর্মীরা দেশকে কি বর্বর যুগে নিয়ে যেতে চাচ্ছে?

দু'মাস আগে ফরিদপুরেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে স্কুলগামী এক মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণকারীরা সে দৃশ্য ধারণ করে ভিডিও আকারে বের করে। সেই ঘটনায়ও স্থানীয় ক্ষমতাসীনদের কারও কারও জড়িত থাকার বা মদদ দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু গত দু'মাসেও পুলিশ ফরিদপুরের সে ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করেনি। এটা রহস্যজনক। অপরাধীদের গ্রেফতার না করা আশ্রয় দেয়ার নামান্তর। পুলিশের এ ভূমিকা গ্রহণযোগ্য নয়।

ছাত্রলীগের ন্যক্কারজনক অপকর্মের দিকে সরকারের নজর দেয়া খুবই জরুরি। তাদের কৃত অপরাধের অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এ ধরনের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। উল্লিখিত ঘটনা দুটি ক্ষমতারই এক ধরনের অপব্যবহার বলে আমরা মনে করি। ক্ষমতাসীন হওয়া মানে যা খুশি তা করার স্বাধীনতা পাওয়া নয়। ক্ষমতাসীন হওয়া মানে বর্বর হয়ে যাওয়া নয়। কিন্তু একশ্রেণীর ছাত্রলীগ নেতাদের আমরা বর্বর হয়ে উঠতে দেখছি। তারা বাস্তবিকই যা খুশি তাই করছেন। এখন সরকার যদি এসব দেখেও না দেখে, প্রতিকার না করে তবে আখেরে অমঙ্গল ঘটবে। অমঙ্গল যেমন দেশের, তেমন সরকারেরও। ক্ষমতাসীন বলেই ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধকে উপেক্ষা করলে দেশে অরাজকতার আশঙ্কা তৈরি হয়। আর সরকারও এর কুফল থেকে রেহাই পাবে না। ন্যায়বিচার ভিন্ন অন্য কিছুতে ধর্ষণের অপরাধ মোচন হবে না। সে চেষ্টা করাও সমীচীন নয়।

বর্তমান সরকারের আগের মেয়াদে হাতেগোনা কয়েকজন গডফাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সে সময় আমরা এ ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক করেছিলাম। সরকার সে সময় উপেক্ষার ভুল নীতি গ্রহণ করেছিল। এর ফলও তারা অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোগ করেছে। পিরোজপুর ও ফরিদপুরের ধর্ষণের ঘটনা দুটি সম্পর্কেও আমরা সরকারকে সতর্ক করতে চাই। এ দুটি ঘটনার ক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া না হলে আগামীতে তাদের জন্য বুমেরাংয়ে পরিণত হবে। অন্য কোন সাফল্য দিয়েও তাকে ফেরানো যাবে না। আমাদের আশা, সময় থাকতেই সরকার ছাত্রলীগ নেতার ধর্ষণের ঘটনার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। সেটা না করলে এ ধরনের ঘটনার পেছনে সরকারের মধ্যেই কারও কারও সায় রয়েছে বলেই আমাদের ধরে নিতে হবে।